

সহজ জীবন যাপনে ১৭ টি ওয়ায়ফে

শায়খুল ওয়ায়ফে হযরত হাকিমি মোহাম্মদ তারখি
মাহমুদ মাযজুবী চুঘতাই দামাত বারাকাতুহুম-
পি.এইচ.ডি (আমেরিকা)

সহজ জীবন যাপনে ১৭ টি ওয়ায়েফ

শায়খুল ওয়ায়েফ হযরত হাকিম মোহাম্মদ তারিখ মাহমুদ মাযজুবী চুঘতাই দামাত
বারাকাতুহম- পি.এইচ.ডি (আমেরিকা)

মাসিক আবকারির অফিস

সেন্টার ফর পিস এন্ড স্পিরিচুয়ালিটি

৭৮/৩, আবকারি স্ট্রিট

কারতাবা মসজিদের পাশে, মেজাং চংগি, লাহোর

পাকিস্তান।

contact@ubqari.org

www.ubqari.org facebook.com/ubqari

twitter.com/ubqari

কপিরাইট আবকারি ইনস্টিটিউট কর্তৃক সংরক্ষিত

লেখক: শাইখুল ওয়ায়েফ, হযরত হাকিম তারিখ মাহমুদ মাযজুবী চুঘতাই

প্রকাশক: মাসিক আবকারির অফিস, সেন্টার ফর পিস এন্ড স্পিরিচুয়ালিটি, ৭৮/৩, আবকারি স্ট্রিট, কারতাবা
মসজিদের পাশে, মেজাং চংগি, লাহোর পাকিস্তান।

১ম সংস্করণ

ক.টাকা ছাড়া জীবনের সমৃদ্ধিঃ

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلِيَائِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

”আল্লাহুম্মা আনযিল আলাইনা মায়িদাতান মিনাস সামায়ি তাকুনু লানা ঈদান লিআও অলিনা ও আখিরিনা ও আ ইয়াতান মিনকা অরযুকনা ও আনতা খাইরুর রাযিকীন” (সূরা মায়িদা, আয়াত নং-১১৪)

বাংলা অর্থ - হে আল্লাহ আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আমাদেরকে রিযিক দান করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।

যে ব্যক্তি এই দুআ পড়বে সে আল্লাহ কর্তৃক অদৃশ্য ভাবে রিজিক প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা’লা তার রিজিকে রহমত ও বরকত দান করবেন। গায়িবী খাজানা থেকে রিজিক আসায় সে রিজিক তালাশের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। আল্লাহ তায়ালা তার রিজিক বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহর দয়ায় তার পরবর্তি বংশধরদের রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রমযান মাসে ইফতারের সময় এই দুআ পড়িলে রিজিকের দরজা খুলে যায়।

পড়ার নিয়ম : - প্রথমে বিজোড় সংখ্যায় ৩, ৫, ৭ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করুন। তার পর উপরের আয়াতটি ১১ বার পড়ুন। আয়াতটি ১১ বার পড়ার পর আবার বিজোড় সংখ্যায় ৩, ৫, ৭ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করুন। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে মনে মনে প্রার্থনা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আসবে। এই অজিফাটি জীবনভর আমল করলে দুনিয়া আখেরাতের ফায়দা হাসিল হয়।

এই অজিফাটি দিনে অগণিত অসংখ্য বার আমল করা যায়। রমযান মাসে ইফতারের আগে এ আমল করলে অনেক ফায়দা হাসিল হয়।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তহী আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

সৌন্দর্য্যের গোপন রহস্যঃ

আপনি বিউটি ক্রিম, লোশন ও বিউটি পার্লারের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য থেকে মুক্তি পেতে চান? কৃত্রিম পদ্ধতিতে আপনি স্থায়ী কোন সমাধান পাচ্ছেন না।

তাই আসুন, কৃত্রিম সৌন্দর্য্য বর্ধন থেকে মুক্তি পেতে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে আল্লাহ তা’লার গুনবাচক নাম

ইয়া খালিকু(يَا خَالِقُ), ইয়া মুসাব্বিরু(يَا مُصَوِّرُ), ইয়া জামিলু(يَا جَمِيلُ) প্রত্যেকটি এক তাসবীহ (১০১

বার) বা অসংখ্যবার পড়তে পারেন। এই তাসবীহ আমল করিলে সৌন্দর্য্য আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। গর্ভবতী মহিলা গর্ভ শুরু হওয়ার পর যেকোন অবস্থায় এই তাসবীহ সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করে পড়লে আল্লাহর রহমতে তার গর্ভ থেকে সুন্দর শিশুর জন্ম হবে। তাছাড়া যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উপর পূর্ণ একীন ও বিশ্বাস রেখে এই তাসবীহ পড়বে সে তার দৈনন্দিন কাজ কর্ম ও ইবাদত বন্দেগীতে শান্তি পাবে। এই অযিফাটি ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য প্রযোজ্য।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

ইয়া কাহহার (يَا قَاهِرُ):

যাদু ও জীনের আছরে আপনি জর্জরিত। জীনের আছর আপনার জীবনকে বিষাদময় করে দিয়েছে। আপনার ঘরে জীন বাসা বেধেছে। যাদু ব্যবসায়ীদের তন্ত্র মন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। আপনি চিন্তাগ্রস্ত বিষন্ন।

চিন্তার কোন কারণ নেই ইয়া কাহহার (يَا قَاهِرُ) অসংখ্য বার অথবা যতবার পারেন পড়েন। আল্লাহর রহমতে যাদু বা জীনের আছর চলে যাবে। আপনার হৃদয় বলে উঠবে জীবনে টাকায় সুখ নয় নেক আমলেই সুখ। তাছাড়া এই তাসবীহ পড়িলে দুরারোগ্য ব্যাধি যেমন বহুমূত্র, ক্যানসার, হিপাটাইটিস সহ সব ধরনের রোগ ব্যাধির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

আধ্যাত্মিক পারমানবিক বোমা দিয়ে সব সমস্যার সমাধানঃ

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে প্রত্যেকেই কোন না কোন সমস্যায় জর্জরিত। কিছু কিছু ইচ্ছায় আবার কিছু কিছু অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। এসব সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মানুষ তার ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা, প্রিয়জনকে বাজি রাখতে শুরু করে। ভাগ্যকে অযথা দোষারোপ করে। বিবাহ প্রস্তাব ভঙ্গ, আত্মীয়দের শত্রুতা, ব্যবসায় লোকশান, শয়তানের কুমন্ত্রণা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

এসব সমস্যা থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি পেতে দু আয়াত বিশিষ্ট ” হামীম লা ইউনসারুন (حَمْلًا يُنْصَرُونَ) ” একটি অজিফা রয়েছে। যদিও এটি একটি ছোট অজিফা কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান ও বাস্তবতার যুগে এটার অনেক প্রভাব রয়েছে যা আনবিক বোমার চেয়েও বেশি। তাই এ অজিফা বেশি করে পড়ুন এবং নিজেকে পরীক্ষা করুন।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

ইয়া হাফিযু (يَا حَفِيظُ) ১১বার পাঠ করার ফযিলত:

যে ব্যক্তি ঘর থেকে বাহির হওয়ার সময়, যানবাহনে বসার সময় অথবা যেকোন কাজ শুরু করার আগে ১১বার ইয়া হাফিযু (يَا حَفِيظُ) পড়বে সে সব ধরনের বালা মুসিবত, দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকবে। যান মালের নিরাপত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়িবী ভাবে ব্যবস্থা করা হবে। আহার বা পানাহারের সময় এই তাসবীহ আমল করলে সব ধরনের রোগ ব্যাধি, বদ নজর, যাদু , হিংসা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য

শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

আফাহাসিবতুম ও আযানের কার্যকারিতা :

আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা বাসনা পূরণ হচ্ছে না, পরিবারে দান্দ কলহ কাটছে না, রিজিকে হারাম মিশে গেছে, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন, যাদু ও জীনের আছর জীবনকে বিষন্ন করে তুলেছে ইত্যাদি নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই অজিফার উপর আমল করতে পারেন। পরিণামে আপনি অশেষ ফায়দা পাবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এই অযিফার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন যে ব্যক্তি একিন ও বিশ্বাসের সাথে পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে এই অজিফাটি অর্থাৎ সুরা মুমিনুনের শেষ ৪ আয়াত ৭ বার পড়বে আল্লাহর কুদরতে অজিফার তাজাল্লিয়ে পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে।

পড়ার নিয়মঃ -

প্রথমে সুরা মুমিনুনের শেষ চার আয়াত সাতবার পড়ে সাত বার আজান দিতে হবে। তারপর ডান কাধের দিকে মুখ করে ডান কান বরাবর এবং বাম কাধের দিকে মুখ করে বাম কান বরাবর দম দিবেন। রোগীর ক্ষেত্রে এই আমল রোগী নিজে নিজে করা উচিত। তবে রোগী যদি এটা আমল করতে সক্ষম না হন অথবা সামনে উপস্থিত না থাকেন তাহলে যে কোন লোক রোগীকে খেয়াল করে এটা আমল করতে পারে। মনে রাখতে হবে যতই লোক বেশী হবে ততই ফায়দা বেশী হবে। পরিবারে দ্বন্দ্ব কলহের ক্ষেত্রে পরিবারের সবাই আমল করতে হবে। এই অযিফাটির উপর প্রত্যেক এ ঘটনা বা আধা ঘন্টা পরপর আমল করা যায়। তাছাড়া প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর, সকালে এবং বিকালে আমল করতে কোন অসুবিধা নাই। এই আমলটি অযুসহ এবং অযু ছাড়া উভয় অবস্থায় করা যায়।

বি.দ্র. এই অযিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

আতর বা সুগন্ধি ব্যবহারের ফজিলতঃ

আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা নবীজির সুন্নত। যে আতর ব্যবহার করবে সে তার রিজিকে বরকত পাবে, সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহের অধিকারী হবে, সব জায়গায় মান সম্মান ইজ্জত পাবে, দৈনন্দিন কাজ কর্ম ও ইবাদত বন্দেগীতে শান্তি পাবে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পারিক ভালবাসা ও মহব্বত বৃদ্ধি পাবে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ দূর হবে, চেহায়ায় নুর চমকাবে, নুরের ফেরেশতারা সঙ্গী হবে, বৃষ্টির মত অঝর ধারায় আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক নাযিল হবে, আশ্রয়হীন লোক আশ্রয় পাবে। ছাত্ররা আমল করলে পড়া লেখায় সফলতা অর্জন করবে। মানি ব্যাগে আতর ব্যবহার অপারিসীম রিজিক নিয়ে আসে।

নোট :- মহিলারা শুধু ঘরের মধ্যে আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে। ঘরের বাহিরে আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না।

বি.দ্র. এই অযিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

ইয়া বাইছু (يَابَعْتُ) ও ইয়া নুরু (يَأْتُرُ) দ্বারা অন্তর আলোকিত কর:

যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় বুকের মধ্যে বাম হাত রেখে ইয়া বাইছু (يَابَعْتُ) ও ইয়া নুরু (يَأْتُرُ) ১১বার পড়বে সে হৃদরোগ, শ্বাস কষ্ট, বুক ব্যাথা ইত্যাদি রোগব্যাদি থেকে মুক্ত থাকবে। তার অন্তর আলোকিত হবে। সে জিকির, তেলাওয়াত, নামাজ, তাহাজ্জুদ সর্বদা আদায় করার সামর্থ্য লাভ করবে। ইবাদত ও ওলায়তের (আল্লাহর নৈকট্য লাভের) পথ সুগম হবে। ছাত্ররা এ আমল করলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং গোনাহ করা থেকে বেচে থাকবে।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

সুরা কুরাইশ তিলাওয়াতের ফজিলতঃ

যদি আপনি যাবাহন না পান; সফরের মধ্যে সমস্যায় পড়েন; গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে; মোবাইল, মটর, ফ্রিজ অকার্যকর হয়ে গেছে বিছিমিল্লাহর সাথে সুরা কুরাইশ ৪১ বার পড়ুন। তেলাওয়াত শুরু করার আগে দুরুদে ইবরাহীম ৩ বার এবং শেষ করার পর ৩ বার পড়ুন, আল্লাহর রহমতে আপনার সমস্যার সুন্দর সমাধা হবে। গর্ভবতী মহিলা গর্ভ শুরু হওয়ার পর সকালে ও বিকালে এক তাসবীহ বা ১০১ বার করে পড়লে তার প্রসব সহজ হবে।

তাছাড়া এই সুরার বরকতে অসুস্থতা চিরকালের জন্য দূরীভূত হয়, জীবন শান্তিময় হয়, জীবনে কোন কিছুতে অভাব হয় না। সব সময় আমল করলে তাকদীর পরিবর্তন হয়। খাবার খাওয়ার পর একবার সুরা কুরাইশ পড়লে খাবার থেকে কোন ধরনের ক্ষতি হবে না এবং কোন ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। ২ বার পড়লে সব সময় ভাল খাবার পাওয়া যায়। ৩ বার পড়লে পরবর্তী বংশধরদের রিজিকের কোন অভাব হবে না।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

বরকতময় মানি ব্যাগের মাধ্যমে ধনী হওয়ার কৌশল:

নবী (সা.) এর সাহাবীগণ ও আহলে বাইয়াত (রাসুল সা. এর পরিবার পরিজন) শান্তিময় ও বরকতময় জীবন যাপন করেছিলেন। তাদের কাজ কর্ম নেক ও সৎ ছিল; বিধায় বরকতময় ম্যানিব্যাগ সব সময় তাদের সঙ্গী ছিল। যে মানি ব্যাগে রাসুল (সা.) ফু দিয়েছেন সেটা আশাহত, নিরুপায়, নিরাশ্রয় ঋণগ্রস্ত মানুষের জন্য অমূল্য সম্পদে

পরিণত হয়েছে। টাকা (কম হোক বা বেশি হোক) মানি ব্যাগে রাখার সময় বা বের করার সময় বিসমিল্লাহর সাথে সুরা কাউসার একবার পড়ে ফু দিলে টাকার মধ্যে বরকত হবে এবং টাকা কখনো ফুরাবে না। ম্যানি ব্যাগ পুরুষরা পকেটে এবং মহিলারা ভ্যানিটি ব্যাগে রাখতে পারে। ঘরের মধ্যেও মানি ব্যাগ রাখা যায়। মানি ব্যাগের মধ্যে প্রতিদিন বিসমিল্লাহ সহ সুরা কাউসার ১২৯ বার পাঠ করে দম দিন। দিনে এই আমল একবার করা যায়, দুইবার করলে অধিক ফায়দা পাওয়া যায়। এই অযিফা অযু সহ এবং অযু ছাড়া উভয় অবস্থায় করা যায়। তবে অযু সহ করলে অধিক বরকত হাসিল হয়।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

কুরআন শরীফের শেষ ছয় সুরার অপরিসীম ফযীলত:

যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাজের সময় বা নামাজের পর কুরআন শরীফের শেষ ৬ টি সুরা তিলাওয়াত করবে যা দু ও জীনের আছর ঐ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকবে যেভাবে আগুন পানি থেকে দূরে থাকে। জীবনের সব সমস্যা ঐ ব্যক্তি থেকে দূরে থাকবে, পরবর্তী বংশধরেরা ধন সম্পদে ভরপুর থাকবে, সফরে পড়িলে রিজিকে বরকত হয় এবং সফর সব সময় নিরাপদ হয়, দুর্ঘটনা ও বালা মুসিবত থেকে বেচে থেকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

মিসওয়াকের ফযীলত:

যে ব্যক্তি তার পকেটে মিসওয়াক রাখবে সে সব ধরণের দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকবে। তার পকেট কখনও খালি হবে না। সব সবময় টাকা পয়সা থাকবে। সে অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা ও বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। মাল সম্পদ চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি থেকে আল্লাহ নিরাপদ রাখবেন।

যে ব্যক্তি নামাজের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করবে মৃত্যুর সময় তার কালিমা নসীব হবে। মুখ থেকে নুর বের হবে। আল্লাহ তা'লা তাকে জিহবা ও মুখের বিপদ থেকে বাচিয়ে রাখবেন। চোখ বন্ধ করে চোখের উপর মিসওয়াক বুলালে দৃষ্টি শক্তি লোপ পায় না।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

অসম্ভব কে সম্ভব করার কৌশল:

জীবনের আশা ভরসা পূরণ হচ্ছে না, আপনি নিরাশাগ্রস্ত চিন্তিত। নিরাশ হবেন না, আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এবং এই অজিফার উপর আমল করুন।

অনেক অলী আউলিয়া দ্বারা এটা পরীক্ষিত যে, আশা ভঙ্গ, যাদুর প্রভাব ও অনিরাময়যোগ্য ব্যাধির ক্ষেত্রে এই অজিফার মাধ্যমে অশেষ ফায়দা হাসিল হয়। তাই আপনিও আমল করতে পারেন জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ; যাদু, জিনের আছর ও দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। ইনশা আল্লাহ আল্লাহর রহমতে আপনিও ঐসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

পড়ার নিয়ম:-

শুরুতে এবং শেষে ৩ বার করে দুরুদ শরীফ পড়ুন। তারপর সুরা ফাতিহা ১ বার এবং সুরা ইখলাস ৩বার বিছমিল্লাহর সাথে পড়ুন। এটা প্রত্যেক দিন অন্তত ৪১ বার আমল করতে হবে। ৪১ বার পড়লে এক কোর্স হয়। এইভাবে দিনে অনেক কোর্স করা যায়। ৪১ বা ৯১ দিন এক বৈঠকে বিরতি ছাড়া আমল করলে অশেষ ফায়দা পাওয়া যায়। সব ধরণের বালা মুসিবত রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে এই অজিফাটি আমল করুন। সর্বদা আমল করলে আল্লাহর রহমত ও বরকত অবর ধারায় নাযিল হয়।

নোট : - মহিলারা মাসিকের সময় এটা আমল করতে পারবে না। বরং মাসিক শেষ হওয়ার পর বাকি দিন গুলো পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ অজিফার উপর আমল শুরু করার যদি মাসিক আরম্ভ হয়ে যায় তবে মাসিক চলাকালীন সময়ে আমল বন্ধ রাখতে হবে এবং মাসিক শেষ হওয়ার পর বাকী দিনগুলো পূর্ণ করতে হবে।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

সহজ জীবন যাপনে তাসমীয়াহ গুরুত্ব:

আপনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, থামুন। বেকারত্ব সমস্যা, ভালবাসার সম্পর্কচ্ছেদ, অর্থনৈতিক সমস্যা, বিদেশে যেতে চাচ্ছেন, হজ্জ আদায় করার নিয়ত করছেন, বাড়ি-গাড়ির মালিক হতে চান, পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ লেগেই আছে।

চিন্তার কোন কারণ নাই, যে কোন অসমাধানযোগ্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিদিন ৮০০ বার করে মোট ৪১ দিন তাসমীয়াহ শরীফ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম) পাঠ করুন। তাসমীয়াহ শরীফ শুরু করার আগে ও পরে

৩ বার করে দুরুদ ইবরাহীম পড়তে হবে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহের ক্ষেত্রে পরিবারের সবাই বা কিছু সংখ্যক এটা আমল করতে পারে। যে এটা আমল করবে সে আল্লাহর দয়ায় প্রত্যেক কাজে সফলতা লাভ করবে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য সর্বদা এই অর্জিফাটি আমল করুন।

বি.দ্র. এই অর্জিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

আসুন, আধ্যাত্মিক গোসলের মাধ্যমে জীবনের সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাক:

আমরা প্রতিদিন শরীর ময়লামুক্ত রাখার জন্য গোসল করি। কিন্তু সাধারণ গোসলের চেয়ে আধ্যাত্মিক গোসল আলাদা। আধ্যাত্মিক গোসলের অনেক উপকারিতা রয়েছে।

আপনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, দুশ্চিন্তা-বিরক্তবোধ, পারিবারিক কলহ, সন্তানের অবাধ্যতা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি ইত্যাদি নানা সমস্যায় আপনি জর্জরিত। আধ্যাত্মিক গোসলের মাধ্যমে আপনি এ সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান পেতে পারেন। এ গোসল নিজের পক্ষ থেকে অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে করা যায়। এ গোসল দিনে একবার বা দুইবার করতে পারেন। গোসল করার কিছুদিনের মধ্যে আপনি ফল পেয়ে যাবেন।

গোসলের নিয়মাবলী:-

প্রথমে বিসমিল্লাহ সহ কোরআন শরীফের শেষ ছয় সুরা তেলাওয়াত করুন। তেলাওয়াতের শুরুতে ও শেষে ৩ বার করে দুরুদ শরীফ পড়লে ভাল হয়। তেলাওয়াত শেষ করার পর গোসল করতে হবে। গোসলের ক্ষেত্রে বাথরুমে প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং নিচের দোয়াটি পড়তে হবে -

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

”বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইনি আউযুবিকা মিনাল খুবছি অল খাবাইছ”

বাংলা অর্থ : - আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে জিন শয়তান, পুরুষ ও মহিলার কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

গোসলের ক্ষেত্রে সুনতের পুরোপুরি অনুসরণ করতঃ মনে মনে সমস্যার কথা নিয়ত করতে হবে। গোসলের পানি শরীর থেকে বার পড়ার সাথে সাথে সমস্যা ও রোগ ব্যাধি ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যাবে।

গোসলের পর বাথরুম থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা রাখেন এবং আগের নিয়মে কোরআন শরীফের শেষ ছয় সুরা পড়তে থাকেন।

নোট:- জানাবতের গোসল বা ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে বাথরুমে প্রবেশের সময় কোরআন শরীফের শেষ ছয় সুরা পড়া যাবে না। বরং বাতরুম থেকে বের হওয়ার সময় একসাথে দুইবার করে শেষ ছয় সুরা পড়তে হবে।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

অযুর তিন চুমুক পানির অলৌকিকত্ব:

যে ব্যক্তি পুকুর, ট্যাপ, নদী, ঝরনা, খালে-বিলে বা যে কোন জায়গায় অজু করে এবং অজু শেষ করে অজুর তিন চুমুক পানি নিয়ত করে পান করবে আল্লাহর রহমতে তার সমস্যা, বালা মুসিবত, দুশ্চিন্তা, পারিবারিক কলহ দূর হবে এবং মনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। জ্বর থেকে নিয়ে ক্যানসার পর্যন্ত যেকোন রোগ থেকে নিরাময় পাওয়ার জন্য এই অজিফাটি হল সবচেয়ে বড় শিফা।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

আল্লাহর তিনটি নামের বিস্ময়:

যে ব্যক্তি আল্লাহর তিনটি গুণবাচক নাম আল মালিকু (الْمَلِكُ) , আল কুদ্দুস (الْقُدُّوسُ) , আস

সালামু (السَّلَامُ) হাটতে, বসতে বা যে কোন কাজে অজুসহ বা অজু ছাড়া পড়বে সে নাতীর নিচের যেকোন

গোপনীয় সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে; ধার্মিকতা, অন্তরের পবিত্রতা লাভ করবে; অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকবে।

মানসিক সমস্যা, চুলকানি , মহামারী, শয়তানী কুমন্ত্রণার জন্য এই ওজিফাটি হল কার্যকারী ঔষধ।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ২১ বার পড়লে অশেষ ফায়দা পাওয়া যায়।

বি.দ্র. এই অজিফাটি সবাই পড়তে পারবে।

তাই আসুন ধর্ম-বর্ণ, দল-বল, জাতি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে মানবতার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য শান্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেই।

বিশেষ দৃষ্টব্য- উপরের যে কোন অযিফা থেকে ফায়দা হাসিল করতে হলে অবশ্যই পূর্ণ একীন ও বিশ্বাসের সাথে আমল করতে হবে।

